

দেশেশ্বর শঙ্কর

ডাঃ শ্রীহীরলাল সরকার

বাটাজোড় এ্যাক্টিভ্যালেরিয়া সমিতি হইতে প্রকাশিত

পোঃ নহাটা (যশোহর)

১৫ই মার্চ, ১৯৩২ ।

উৎসর্গ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি

রায়বাহাদুর

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

মহাশয়,

দরিদ্র ~~প্র~~প্রকারের অকিঞ্চিৎকর এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্য
প্রকাশ্য ~~বি~~র সহিত অর্পিত হইল।

প্রস্থকার।

দেশের শত্রু

ম্যালেরিয়া

দেশের শত্রু বড় কেবা ? বল দেখি ভাই,
ভীষণ শত্রু মানবের, তুলনা তার নাই ?
সোনার বাংলা ছিল যে ভাই সলাই হাতি ভরা,
ধন ধাঙে ভ্রাম শোভায় ছিল উজলকরা ;
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলের হাসি, মিষ্টি পাখীর গান,
লাখে লাখে মানুষ ছিল, কৃষ্টি-ভরা প্রাণ ;
বাগানভরা পুষ্ট গাভী চরত স্তনে মাঠে,
বাগান ছেলে গান গেয়ে নাচত পল্লীবাটে ।
মাসে মাসে পদ্রব ছিল আনন্দ উৎসব,
আকাশ বাতাস ভরা ছিল লোকের কলরব ।
যোয়ান ছিল শত শত ভাইয়ের মত বলী,
মেনা হাতী, কালো মাল, সরদার রূপ ঢালী ।
খাইত তারা একটা পাঠা, খামা ভরা মিঠে
কলস ভরা টাটকা দুধ থাবা থাবা মিঠে ;
পায়ে হেঁটে চলত তারা বহু যোজন পল,
কত রকম জানিত তারা কুস্তি ও কসুরং ।
কোথা সে সব বল দেখি ? কিছু যে আজ নাই,
কে ভাঙিল স্থখের আপন বল দেখি ভাই !
মন্দির আছে, নাই দেবতা, নাইক গ্রামে প্রাণ
জনবহুল পল্লী আজকে শ্মশান সমান

মাছুষ নাই গন্ধ নাই ক্ষেতে যে নাই ধান,
 জলল ভরা বাস্তবিত্তে ভরা মশার তান।
 পানী ভরা নদী পুকুর, গাছে নাইকো ফল,
 আলো নাই বাতাস নাই, নাই পানীয় জল !
 পেটমোটা পিলে জোড়া দুই চারি জন কেহ ;
 রোগে শোকে অর্জুণত জীর্ণ ক্লীষ্ট দেহ।
 বস্ত্র পশু সাথে তারা বাস করে আজ বনে,
 মরণ-কোলে শুয়ে কাটায় নিরানন্দ মনে।
 কে করিল এমন দশা শুন রে মন দিয়া,
 গোপন শত্রু মাছুষের নামটি ম্যালেরিয়া।
 জারমান ইংরাজে যুদ্ধ শুনেছ নিশ্চয়,
 বহু লক্ষ লোকের প্রাণ হ'ল তাহে ক্ষয়।
 তা'হতে অধিক লোক বহর বহর ধ'রে
 আমাদের বাংলাদেশে অরে ভুগে মরে।
 বর্ষাকালে দিকে দিকে ভরে যায় সব জলে,
 ম্যালেরিয়া আসেন তখন মহা কুতূহলে।
 বাড়ীবাড়ী ছেলে বুড়ো কেউ থাকেনা বাকী,
 এ দনের অরে কেহ মোদের দিচ্ছে ফাঁকি।
 থা দিবার কেউ থাকেনা সবাই চিৎপাত,
 এড়ায় নাকো ঘোঘান বুড়ো ম্যালেরিয়ার হাত।
 মারের কোলে থাকা মরে, মা'র থাকেনা হৃৎ,
 কে কারে বা দেখবে বল, সবাই যে বেহ'স।
 জল বিহনে কারো বা প্রাণ তৃষ্ণায় বাহিরায়,
 বাড়ী শুদ্ধ সবাই কঁাদে ক্রিয়া হায় হায়।

পালের গরু বাধা থাকে খেতে না পায় ঘাস,
 অহি চর্খ সার হয়ে যায়, শুকিয়ে যায় বাস।
 কেবা চম্বে লাজল ভাইরে কেবা ঘোনে ধান,
 সারা বছর কি খেয়ে বা বাঁচবে বল প্রশ্ন ?
 জমি বাধা, গরুনা বাধা জীর হাতের বালা—
 মহাজনের দেনার দ্বায়ে বিয়ম বাড়ে জালা ;
 ভিটে মাটী নিলাম হয়ে পথে দাঁড়ায় চাষা,
 সকল আশা যায় ফুরিয়ে ভাঙে সাধের বাসা।
 একবার যদি ঢোকে দেহে ম্যালেরিয়া বিষ
 বছর ভ'রে ভোগে অপে, আশা অগ্নিশিখা।
 দাক্ষারের ভেষজ দ্বায় খটি বাটি বেচে,
 কোটাতেই হয় না কিছু, পড়ে বিসন্ন পাঁচটে !
 এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী কবিগাজী বাড়ী,
 গেছে গেতে জ্বল যায় গেটের নাড়ী দু'ডী।
 নিদান কালে বাবা'র নামে যা ইচ্ছা তা পায়,
 হাত পা ফুলে তাড়া তাড়ি যমের বাজী যায়।
 বাড়ী বাড়ী একই ছবি শোকের কান্না টি,
 এক নিমিষে ভবের আশা হয়ে যায় সব মী
 বাংলা জুড়ে ম্যালেরিয়ার বিক্রম বিস্তর,
 সবার হতে হতভাগ্য মোদের যশোচর।
 কত সোনার পল্লীভবন নিবিড় বনে ঘেরা,
 আছে সেখা দুই চারি জন হয়ে জ্যাস্ত মরা,
 প্রাসাদ সম কোটাবাড়ী চন্দ্রটিকার বাসা,
 বাঘ ভালুকে ফুলানে বেড়ায় সেখা খাসা।

যশোর জেলার নামটি শুনে মহরবাসী কাঁপে,
 যাহুয সেবার থাকতে পারে ম্যালেরিয়ার বাপে ?
 যশোরবাসীর মুখের হাসি শোঁচা বীৰ্য্য বল—
 কিছুই যে আর নাইরে আজি সবাই নিঃস্বল ।
 কত শত ঘোঁরান ছেলে সেরা মাথার মণি—
 ম্যালেরিয়ার করাল মুখে ত্যজিছে পরাণি ।
 আছে বারা রুগ দেহ বাকী হুট একজন,
 মাথায় লয়ে হুঃখের বোঝা দুর্ভাগ জীবন ।
 বাংলা ছুড়ে দেশের লোক সবাই যে বেকার,
 অন্নপূর্ণার ঘরে আজকে অন্ন মেলা ভার !
 আবাদ বিনা সোনার ক্ষেতে উলুকাশেময়,
 লাজল ধরার শক্তি কোথা ? সব হরেছে ক্ষয় ।
 শিল্পী চাষী সবাই মিলে করছে হাহাকার,
 শক্তিবহীন দেহে অর্থ কে করে রোজগার ?
 সারা বছর শুয়ে কাটায় কেবা করে কাজ,
 দেশটা ভরে ঘরে ঘরে দীন কাদালের সাজ !
 দেশের দশা এমন কেন ভাবে কেবা আর,
 মায়া কেবা আছে দেশে করবে প্রতীকার ?
 মাঝে যে হয় সেকি আর তাই থাকে পল্লীঘরে ?
 দেশের মারা পরিহরি সহরে বাস করে !
 রুগ বারা, কাঙাল বারা, দেশে থাকে তারা,
 জীবনে দিকার দেয় সকল হয়ে হারা !
 অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে থাকে চুপটি করে,
 বিবিলিপি খণ্ডে কেবা ? ভেবে ভেবে মরে ।

ভাগ্যদোষে কপাল বন্ধ বিধাতারই লেখা—
 নয় কি রে জাই, অকাল মৃত্যু ঘরের বাঁধে বেঁধা !
 হতভাগ্য বাংলাবাসীর—দাক্ষ অজিগ্যাস—
 কোন বা পাপে পাচ্ছি আমরা এতই মনঃশাস !
 কোন বা দেশের মাগুব জাইরে এমন ভাবে মরে,
 কেউ জানে না কেউ শোনে না মরে থাকে ঘরে ?
 পুত্র সমান প্রাণের দাতী, মানুষের কি নাই,
 মোদের ভাগ্যে এমন কেন ভেবে মরি তাই ।
 ম্যালেরিয়ার অমৃতমি ইতালী দেশ নাম,
 পৃথিবীতে ছিল যাত্রা ঘরের সমান ধাম ।
 পানামা আর আলজিরিয়া বহু বহু দেশে
 ম্যালেরিয়া ছিল সেখায় রক্তখাগী বেশ ।
 লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখায় ম্যাগেবিয়া করে,
 বাংলাদেশের দশার সম বিনা চেষ্টায় মরে ।
 তারা ত আর মোদের মত যে সে বান্দা নয়,
 ভাগ্যলিপি যেনে কত চূপ না করে
 বহু কষ্টে করি তারা উপায় উদ্ভাবন,
 ম্যালেরিয়ার ভীষণ কোপ করে নিবারণ
 আজকে সেখা কেউ জানে না ম্যালেরিয়ার নাম,
 আনন্দেতে ভরা সে দেশ, স্বর্গসম ধাম ।
 অকালমৃত্যু নাইকো সেখায়, নাইকো রোগের দেশ,
 শোকের কান্না রোগের আগা নাহি কোন দেশ ।
 বাহ্য অর্থ সুখ মোক্ষ সঙ্গ বিরাজ করে,
 ভুলোকে আজ স্বর্গপুরী অতুল শোভা ধরে ।

আমরা শুধু কেঁদে মরি, চুপটা করে বসে,
 এত কাল মোদের কাণে কত কি আর গলে ?
 একটি নিমেষ নাই কাহারো, কেবা বল হায়,
 নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে দেশের দিকে চায় ?
 গলাবাজী পরনিষ্কার মোদের কাটে কাল,
 ভুলেও কি কেউ জানতে চাচে দেশের কিবা হাল ?
 কণ্ঠ দেহে আচ্ছিন্ন জামা, শুকনো চোখে ঠুগী,
 ছড়ি হাতে সভা বাবু কিচিব মিটির বুলি !
 নিজ্জী বাতি হাতে করে আতর মেখে চুলে
 দিনেরেতে ফোকাপ করে কেবল কুতুহলে !
 দেশের চিন্তা নাইকো তাদের একি বড় লাজ,
 এরাও যদি হ'ত মাগুষ, হ'ত দেশের কাজ ।
 দেশের যত মা লক্ষ্মীরা প্রদা দিয়ে ঘেরা
 কেঁদে কাটান—দিবানিশি, হয়ে জ্যাস্ত মরা ।
 কোলের পোকা ছেড়ে গেছে একটা দিনের অরে
 মায়ের প্রাণে সেকি আঘাত বলি কেমন করে !
 অরের মাথায় ফিট যে ছোল সেকি বিষম কাপ্
 মা বলে আর ডাকলো না সে, এ'ক মনস্তাপ !
 মায়ের বুক শেল বি'মিয়ে চির অন্ধকারে
 ফুট কুঁড়ি শুকিয়ে গেল, ছুঃখ বলি কারে ?
 ব'ত বিধবার বক্ষ্য-নিধি সাগরসেচা ধন
 একালেতে কালের কোলে করিল শয়ন ।
 নিদাকণ সে কাহিনী অতীব ভীষণ,
 শতমুখে কেবা পারে করিতে বর্ণন ।

তবে কি মোদের হায় কোন আশা নাই ।
 কে বলিবে কে শুনিবে বল কোথা যাই ?
 এইভাবে বছরেতে লোক ক্ষয় হলে —
 থাকিবে বাড়ানী নাম কতু ধরা হলে ?
 নিশ্চয় জানিও ভাই অকালমরণ—
 আমাদের ভাগ্যে আছে ললাটি লিখন ।
 অজ্ঞান আঁধারে হারা সদা করে বাস,
 সবাই ক্ষুণ্ণী করি করে উপহাস ।
 দৈবর ভরসা করি, দোষ্টাদীনভাবে,
 মূগ্ধ তারা এ জগতে নিশ্চয় জানিবে ।
 কক্ষী জোনী যত যত গাধু মতীমান
 করেছে উদ্দম এর উপায় বিধান ।
 উপায় থাকিতে তবে কেন মিছে ভাই,
 চূপ করি থাকি বুঝা সময় কাটাই ।
 কত কাল হতে ভাই কেত নাছি জানে
 ম্যালেরিয়া বাসা বাঁধ আছে বাংলায়ই মে ।

ইতিহাস

প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ চরকপ্রধান,
 সুনিমগ্নে সর্কশেষ্ট অগ্রবেশ নাম ;
 বিবিধ জ্বরর কথা লিখেছেন তিনি
 ম্যালেরিয়া বলি তারে সবে অমুখানি ।
 আর আর কত কত গ্রন্থ পুণাতন—
 ভিন্ন দেশে ভিন্ন নামে আছে বর্ণন ;

এই হতে জানা যায় সর্ব দেশ ভয়ে
 ম্যালেরিয়া বহুকাল প্রভাব বিস্তারে ।
 বহুবল যাহি এই ভীষণ রাক্ষসী
 বহু দেশ ধ্বংস করি বহু প্রাণ নাশি—
 বীরগর্বে পৃথীবীকে করে বিচরণ
 অস্ত্রের ক্রোধের ভাবে, না আছে মরণ ।
 কিন্তু তাই মজা এক স্তন দ্বিগুণ মন
 অস্বকথা ম্যালেরিয়া অজ্ঞাত কারণ ।
 কি ভাবেতে জন্ম তার কিবা রূপ ধরে
 কিরূপেতে প্রাণীকুল সতত সংহরে ;
 এই সব তত্ত্বকথা নাহি ছিল জানা
 তাই ছিল সর্ব দেশে এত তার তান ।
 নানানভাবে সুদীর্ঘকাল বহুকাল পরে
 বহু গবেষণা করি, বহু চেষ্টা করে,
 স্বরূপ কারণ তার করেছে নির্ণয়
 কি ভাবেতে বৃদ্ধি হয়, কিরূপেতে ক্ষয় ।

অস্বকথা

এফ্.কেলী নামে মশা আছে সর্বদেশে,
 যক্ষ দেহ ভরা তার ম্যালেরিয়া বিধে ।
 এই মশা যারে যারে করয়ে দংশন
 অরাক্ষা হ'য়ে পড়ে সেই সেই জন ।
 ক্ষুদ্র অণুসম কীট নাহি যায় দেখা,
 নিমেষে বর্দ্ধিত হয় নাহি দেখাজোকা ।

প্রাণীদেহে রক্ত খেয়ে থাকে অগণন
লাখে লাখে—কোটা কোটা—কে করে গণন ?

লক্ষণ

প্রথমোক্ত দীত করি, পরে আসে কল্ল
রক্তে লমে যে অণু করি মণাদন্ত ।
দেহ বংশে প্রণয়—দাঁতে লাগে দাঁত,
মহানলশালী মইব অমনি চিৎপাত ।
অগ্নিম-মুর্ধি দরি পড়ে বাড়ে শাপ,
সর্ব তজ্জ অ'ল য'য় লাড়ু সদা হাঁপ ।
সেই তাপে কারো দেহ পুড়ে ভস্ম হয়,
নিঃশেষ পদাণি কারণে—অ'ল বাহিরে
অবশেষে প্রস্রাৱ মহাবোগ এসে
হিম হ'ল সর্ব তজ্জ সর্ব দেহ ভেসে ;
নিরীক অগ্নি ভাবে মুণাদন্ত প্রাচ
সুখে থাকে রোগী শেষে পড়ি নিছায় ।

বিভিন্ন লক্ষণ

অকস্মাৎ জ্বর আসে—কোন কোন জন,
সংজ্ঞাহীন হয় পড়ে ঘোর অচেতন ।
ডাকিলে না ডাক শুনে, সাড়া নাহি দেয়,
এ লক্ষণ সকলানে প্রাণঘাতী হয় ।
কারো তদ্ব রক্তবমি, কারো তেজ হয়
প্রস্রাবেতে কারো কারো রক্ত বাহিরয় ।

ফলেরার মত কারো হয় যে লক্ষণ
 জলবৎ জেনবনি অর আসে যখন ।
 বুকে রেখা জমে কারো নিউমোনিয়া প্রায়,
 বহুক্ষণী ম্যালেরিয়া ধরা বড় দার ।
 লম্বিপাত অর সনে বড় কোলাকুলি,
 রোগী-দেহে জমে সদা এক সঙ্গে মিলি ।
 আর যত অর ভাই আছে বাংলাদেশে
 সবাকার সনে আছে ম্যালেরিয়া মিশে ।
 অর বন্ধ হলে কিছু নাহি যায় বিষ—
 দেহ মধ্যে গুপ্তভাবে থাকে অহনিশ ।
 একবার জর চলে হয় বার বার,
 সারিমা না পারে অব আসে আরবার ।

দৈহিক অপচয়

রক্ত খায়, মাংস খায়, আর খায় মজ্জা,
 দেহ মধ্যে কীকরে নব নব সজ্জা ।
 দিন দিন শক্তি কমে, সদা বাড়ে ক্ষয়,
 তাতে গিয়ে জল জমে বৃহৎ নাড়ী বয় ।
 যদি কিছু বাচে ভাই বিধাতার বরে
 শক্তিহীন হয়ে থাকে এ ভবনসারে ।
 শবীবীৰ্য্য তেজ কান্তি সবহার্য্য হয়
 অক্ষম আতুর ভাবে সদা বিচরয় ।
 বাংলার কি যে দশা শত্রুখে হায়,
 নিদারুণ সে কি ছবি কথা নাহি যায় ।

অধম বাঙালী বলে সবে ঘৃণা করে,
 শক্তিহীন বলে কেহ কড় না আদরে।
 হেন শক্তি বিনা ভাই মিছে আশা তবে
 শক্তি বিনা কোন কন্ম কে করেছে কবে ?
 সুস্থ দেহ দীর্ঘ আয়ু সৰ্বস্বসার—
 সৰ্বমোক্ষ সৰ্বসিদ্ধি কিবা বল আর ?

প্রতীকারের উপায়

প্রতিদিন হয় মৃত্যু ভাঙ্গার—ভাঙ্গার,
 তবে বল কিবা দশা আজয়ে বাংলার
 উঠ জাগো ভাই সব যুগাইও না আর
 চক্ষু খুলি চারিদিক দেখ একবার।
 অলসে অদশ হয়ে কাটাঠও না কাল,
 চূপ করে বসে কেন হও নাজেহাল।
 সবে মিলি একমনে লাগ ভাই কাছে
 চেষ্টাইন ভানে বুঝা বসে থাকা সাধে
 বহুদেশে ম্যালেরিয়া হয়েছে বিচ্ছেদ,
 নিশ্চয় পারিব মোরা থাকে যেন জেদ।
 যদিও কাঙাল মোরা দীন হ'তে দীন
 অন্তরে জাগাও ভাই বাসনা নবীন।
 একমনে মিলি সবে হিন্দু মুসলমান
 ম্যালেরিয়া নাশে সবে হও আশুমান
 মহাশত্রু মানবের এনোফেলী মশা
 যে করেছে বাংলার ছিন্ন ভিন্ন দশা !

সমুদ্রে উচ্চৈর কর মশাকুল ভাই,
 ইহা তির প্রতীকার—নাই—নাট—নাট।
 দুই বলি উপভাস করোনা নিশ্চয়,
 অবহেলা যোগ্য নহে মহাশত্রু হই।
 যোপঝাড়ে জন্মে মশা, পচা ডোবা খান—
 রাশি রাশি পাড়ে ডিম কে করে গণনা।
 বাসগৃহ সল্লিকটে গাছ পাল মাঝে
 গুণ গুণ তান ধরি সদাট বিরাজে।
 সন্ধ্যাকালে বাহিরয় আশারেতে মিশে,
 বিষম দংশনে কেহ নাহি পায় দিশে।
 রোগী-দেহ দংশিয়া বিব মেখে তলে—
 স্ত্রী দেহ কামড়ায় পূর্ণ কুতূহলে।
 একটা কামড়ে ভাই জেনে রেখো মনে
 নিমেষে হইবে দেখা তব মৃত্যু সনে।
 জগলেতে ঘেরা ঘর গাছপালাময়,
 মশাপূর্ণ তারিদিক, ঘোর শত্রু রয়।
 আম আম বাশঝাড় বৃক্ষ ফলকর,
 তিহাজ নাহি স্থান রোপেছ বিস্তর ;
 পিপন মরণ ডাকি আনিয়াছ তুমি—
 বিন কড় নাহি হয় তব বাসভূমি।
 দিবসেতে নাহি যেথা পশে রবিকর,
 পুত্তিগন্ধ স্রাতসেতে তীব্র খরতর।
 মশা মাছি পোকা সেথা করে তিন তিন,
 সর্প ব্যাঘ্র শূক্ৰি করে ভ্রমে রাজি দিন।

জল বায়ু আলোশুভ স্বাস্থ্যহীন ঘোষে,
 পত্ত হয়ে আছে ভাই পত্ত সাধে মিশে !
 বাধে খার, সাপে খার, যোগে ভূপে মরে,
 অদৃষ্ট অদৃষ্ট বলি আছে চূপ করে ।
 গাছ পালা কাটি ভাই কর পরিষ্কার—
 মশাকুল ধ্বংস হবে পাইবে নিস্তার ।
 পচা ডোবা খানাখন্দ মাটি কাটি ভরি,
 মশকের বংশ নাশো নব বল ধরি ।
 কেরোসিন মহা বিষ মশকের হয়
 ঢালো সদা হেণা সেথা, যেথা মশা রয় ।
 গাছের বড়ই মাচা, বাঁশঝাড় খুঁজি,—
 আলস্তেতে কাটে কাল শত্রু আন খুঁজি ।
 'নিত্য হচ্ছে বংশনাশ ভাস' চকুলে,
 বুঝেও বোঝনা কিছু, বুঝিবে কি মশে ?
 নিরমল বারি ভাই, তাপ, মুক্ত বায়ু
 অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, দীর্ঘ পরমায়ু ।
 করবারে পরিষ্কার স্থানে বাঁধ বাসা
 দীর্ঘ দিন বাঁচিবার তবে হবে আশা ।
 দূরে রাত গাছপালা আবর্জনা রাশি
 বাস কর সদানন্দে ঘরে ঘরে হাসি ।
 ঘরে ঘরে দাগইখানা চপে' কিবা হার,
 ম্যালেরিয়া কোপ ভাইরে কতু নাহি যার ।
 একা ভব কণ্ঠ নয়, ভুলি অভিমান
 সবে মিলি এস ভাই হয়ে এক প্রাণ ।

ঘরে ঘরে বাংলার প্রতি জনে জনে,
 উৎসাহের বাণী আছে শুনাও শ্রবণে ।
 দেশকল্যাণী আছ যারা বঙ্গ-সুসন্তান,
 বাঁচাইতে ছুটে এস বাঙ্গালীর প্রাণ ।
 যার যাহা শক্তি আছে এস লয়ে সাণে,
 বিদাতার আলীলাদ ধরি নিজ মাণে ।
 মম এই ক্ষুদ্র শক্তি আত্মনিবেদন,
 বুকভরা শোকোচ্ছ্বাস করণ ক্রন্দন,
 দেশবাসী-করে তুমি অতি সমাদরে,
 করিহু অর্পণ আজি ভক্তিপ্রদা ভরে ।

Printed by L. M. Roy.
 at the Lalit Press
 ১১৬, Manicktala Street, Calcutta.